শৌচাগার সংকট, ভোগান্তিতে জবি ছাত্রীরা

মো. জুনায়েত শেখ,
জবি

৩০ জুন, ২০২৪ ১০:৫১

শেয়ার

অ +

অ -

ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ১৮ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। তাঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছাত্রী। এই সংখ্যার তুলনায় শৌচাগার খুবই কম। এ ছাড়া শৌচাগার যা আছে, এর বেশির ভাগেই টিস্যু, সাবানসহ অন্য সরঞ্জামাদি রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই।

কোনো কোনোটাতে নেই পানির বদনা। কিছু শৌচাগারে পরিত্যক্ত জিনিসপত্র রেখে ভরে রাখা হয়েছে। কিছু শৌচাগার দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করায় ময়লা ও উৎকট দুর্গন্ধে পূর্ণ। এতে ভোগান্তিতে রয়েছে ছাত্রীরা।

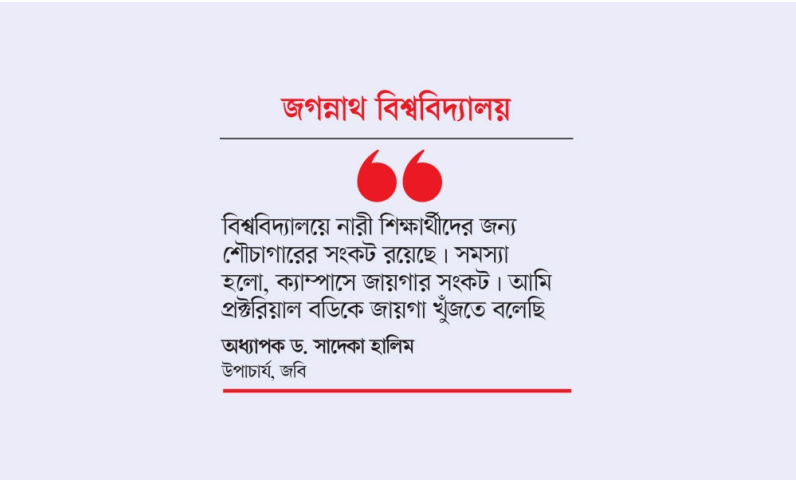

এদিকে ক্যাম্পাস ছুটির পরে এসব শৌচাগার বন্ধ থাকে। তখন মসজিদের শৌচাগারই কেবল ব্যবহার করতে পারেন ছাত্রীরা। বেকায়দায় পড়তে হয় বিকেলে ক্যাম্পাসে আসা এবং লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের।

নারী শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা শৌচাগারের সংকটে নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

তাঁরা সবাইকে সব কিছু বলতে পারেন না। শৌচাগার সংকট প্রকট সমস্যা হলেও এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ইতিবাচক উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, প্রতিটি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য শৌচাগার রয়েছে। কিন্তু এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ছুটির (বিকেল সাড়ে ৩টা) সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিকেলে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসা ও লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত নারী শিক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা দাঁড়ায় মসজিদের শৌচাগারটি।

যেখানে মাত্র দুটি টয়লেট রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কমনরুম, রফিক ভবনের নিচে ও মসজিদে ছাত্রীদের শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে শুধু মসজিদের শৌচাগার বিকেল ৪টার পর ব্যবহার করতে পারে নারী শিক্ষার্থীরা। অন্যগুলো সাড়ে ৩টায় বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা জানান, নির্দিষ্ট দিন পর পর ওয়াশরুমগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। যেগুলো ব্যবহারের অনুপযুক্ত, সেগুলো আরো দীর্ঘদিন পর পরিষ্কার করা হয়।

ক্ষোভ প্রকাশ করে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো মানসম্মত শৌচাগার আছে? বিকেলে তাঁদের মসজিদে (শৌচাগারে) যেতে হয়। এ নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। লাইব্রেরিতে পড়তে আসা নারী শিক্ষার্থীরাই বা কোথায় যাবেন–তা নিয়েও কারো চিন্তা নেই!’

সমাজবিজ্ঞানী বিভাগের শিক্ষার্থী ফারিয়া জাহান বলেন, বিকেলে ক্যাম্পাসে আসা শিক্ষার্থীদের (নারী) দৌড়ে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীকে বলতে হয়, মামা, তালাটা খুলে দেন। তাঁরা কখনো খুলে দেন। জরুরি কাজ থাকলে কখনো আবার দেন না। কেউ কেউ তখন বাসায় ফিরে যান। কেউবা মসজিদে যান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নিরাপত্তাকর্মী বলেন, ‘ছাত্রীদের জন্য ক্যাম্পাসে একটা শৌচাগার তৈরি করা দরকার। বিকেলে কলাপসিবল গেট বন্ধ থাকা অবস্থায় অনেকে এসে অনুরোধ করে, মামা গেটটা খুলে দেন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুয়ায়ী তো খুলে দিতে পারি না। তবে বাস্তবতার কারণে খুলে দিতে বাধ্য হই।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. জি এম আল আমিন বলেন, ‘মানসম্মত ছাত্রী শৌচাগার প্রয়োজন সেটা বুঝি। কিন্তু ক্যাম্পাসে স্থান কোথায়? তবু আমি উপাচার্যের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।’ উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য শৌচাগারের সংকট রয়েছে। সমস্যা হলো, আমাদের ক্যাম্পাসে জায়গার সংকট। আমি প্রক্টরিয়াল বডিকে জায়গা খুঁজতে বলেছি।’

শিক্ষার্থীদের দাবি মানসম্মত শৌচাগার প্রসঙ্গে উপাচার্য আরো বলেন, ‘আমার চারপাশে যারা আছে, তাদের সহযোগিতা পাচ্ছি না। তাদের অনেক দিন আগেই বিভিন্ন কাজ দিয়ে রেখেছি। কিন্তু কোনো রেজাল্ট নেই। তবে এ বিষয়ে আমি পদক্ষেপ নেব।’